দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 JAN 1990 ... ২ ..
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম

৩৬

৩১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

নেত্রকোনা জেলার দশটি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষকের ১৮টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকায় সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে লেখাপড়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে। খবরটি উদ্বেগজনক। কারণ, শিক্ষক না থাকলে লেখাপড়া যে চলে না, একথা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে কোন জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। শিক্ষার হার যত বেশী হবে সময়োপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ যত বেশী থাকবে, তত বেশী অর্জিত হবে সামগ্রিক অগ্রগতি। এ জন্যই উন্নত দেশসমূহ শিক্ষাপ্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, ব্যয় করছে সবচেয়ে বেশী টাকা। শিক্ষার ভিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা বিধায় এই শিক্ষা এসব দেশে বাধ্যতামূলক। অনেক দেশে সরকারই বহন করে প্রাথমিক শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার। আনন্দের ব্যাপার, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার সময় তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল সবার জন্য শিক্ষা এবং দু হাজার সালের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে হলে নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষিত হওয়ায় এক্ষেত্রের সমস্যা-সংকটগুলির আশু সুরাহা হবে-এই প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়। যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, নিবেদিতপ্রাণ অঙ্গীকারাবদ্ধ শিক্ষকের অভাবই আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধানতম সমস্যা। শুধু নেত্রকোনা জেলা নয়, আরও বহু জেলার হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। প্রাথমিক শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এই সমস্যাটি সমাধানে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া দরকার।

দেশে বর্তমানে শিক্ষক হওয়ার মত শিক্ষিত লোকের অভাব নেই। হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী বেকারের দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। এদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োগ করা হলে বেকার-সমস্যা কমবে, শিক্ষকের অভাব দূর হবে এবং উন্নত হবে প্রাথমিক শিক্ষার মানও। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকা এবং সকল শিক্ষকের নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত দায়িত্ব পালনও নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার চাকা গতিশীল হোক, এই আমাদের কাম্য।